গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।
www.katiadi.kishoreganj.gov.bd

জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নম্বর-০১/২০২৫

"সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯" অনুযায়ী কটিয়াদী উপজেলার ২০(বিশ) একর পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট নিম্নোক্ত বদ্ধ জলমহাল ও খাস পুকুরসমূহ ১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ ০৩(তিন) বছর মেয়াদে(১ লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত) সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের লক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখার ২৩/১১/২০২৫ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০০২৩.২৫-৭০৪ নং স্মারকে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সদস্যগণের নিকট হতে নির্ধারিত সময়সূচি, নিয়মাবলী/শর্তাবলী ও চেকলিস্ট অনুসরণপূর্বক আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

"সময়সূচি"

ক্র:ম:	দরপত্র ফরম বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	দরপত্র ফরম প্রাপ্তির স্থান	অনলাইনে আবেদন (দরপত্র ফরম) দাখিলের সময়	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের (দরপত্র ফরম) প্রিন্টেট কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালাকৃত অবস্থায় দাখিলের স্থান ও সময়	মন্তব্য
১.	১৫০১/২০২৬ (১ মাঘ ১৪৩২) থেকে ২৯/০১/২০২৬(১৫ মাঘ ১৪৩২) অফিস চলাকালীন সময়ে- সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত	১। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কটিয়াদী ২। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, কটিয়াদী	১৫০১/২০২৬ (১ মাঘ ১৪৩২) থেকে ২৯/০১/২০২৬ (১৫ মাঘ ১৪৩২)	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ। ০১/০২/২০২৬(১৮ মাঘ ১৪৩২) থেকে ০৩/০২/২০২৬(২০ মাঘ ১৪৩২) ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে- সকাল ৯:০০ টা হতে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত	

১৪৩৩-১৪৩৫ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তফসিল ও ইজারামূল্য:

ক্রমিক নং	জলমহাল/খাস পুকুরের নাম	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং (এস.এ.)	পরিমান (একরে)	সরকারী মূল্য (৫% বর্ধিত হারসহ)	মন্তব্য
০১.	লোহাজুরী কুড়	লোহাজুরী	১	২১১২	৮.১৮	৮,০৪,৮২০/-	
০২.	মন্ডলভোগ মজা পুকুর	মন্ডলভোগ	১	৬১	১.০৭	৭,৩৫০/-	
০৩.	গোয়াতলা পুকুর	গোয়াতলা	১	১৫৬	০.৩০	১,২৫০/-	
০৪.	পং মসূয়া পুকুর	পং মসূয়া	১	৪৭১	০.৪৫	৩,৬৭৫/-	
০৫.	বেতাল মৌজা পুকুর	বেতাল	১	২৩৪৭	০.৫০	১,৫৭৫/-	
০৬.	পিপুলিয়া পুকুর-১	পিপুলিয়া	১	৪০৪,৪০৫,৪০৬	০.৪৩	৩,৩৬০/-	
০৭.	সতেরদ্রোন পুকুর-১	সতেরদ্রোন	১	৩১১	১.০০	২৩,১০০/-	
০৮.	জোয়ারিয়া পুকুর	জোয়ারিয়া	১	৩৬০	০.৩৭	২,৩১০/-	
০৯.	কুড়খাই নদী	কড়িখাই	১	২২৯ ২২৯ ২৭ ২৩১	১.৯৬	১,৭৮৫/-	
১০.	পিপুলিয়া পুকুর-২	পিপুলিয়া	১	৯৩৩	০.৪৪	৪,৯৩৫/-	

"নিয়মাবলী"

১.অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎসীজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ে ওয়েবসাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। আবেদনের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ বরাবরে ৫০০/-টাকার অফেরতযোগ্য (যেকোন তফসিলভূক্ত ব্যাংক) এর ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে।

২. যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতবস্থার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের উপর বর্ণিত আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পরবর্তীতে কোন জলমহালের উপর অনুরূপ আদেশ হলে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

৩.জলমহালের ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি unokatiadi@mopa.gov.bd ও aclandkatiadi.mopa.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে

৪.জলমহালের আবেদন দাখিলের সকল শর্তাদি উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ও এ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ড হতে জানা যাবে।

৫.অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার ২৯/০১/২০২৬ এর পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলগালা বদ্ধ খামে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কটিয়াদী দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা থাকতে হবে।

চলমান পাতা-২

Shamima

৬.অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

৭. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে চুড়ান্তভাবে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারার জন্য ম্যানুয়ালী আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এ কার্যালয় হতে জানা যাবে।

৯.কর্তৃপক্ষ কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তির কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

সাধারণ আবেদনের মাধ্যমে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির শর্তাবলী : (২০ একরের নীচে)

০১.সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর সকল শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

০২.কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

০৩. নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবে এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

০৪.উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

০৫. প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিবন্ধিত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া সদস্য নেই তারা আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন।

০৬. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/ সমিতির কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশোধ খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

০৭. বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারামূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন।

০৮.সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথনিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

০৯.লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং জমাকৃত লীজমানি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

১০.উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনাকমিটি/জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তে প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে ১ম বছরের সাকূল্য ইজারামূল্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখলনামা বুঝে নিবেন।

১১.পরবর্তী ২য় ও ৩য় বছরের ইজারামূল্য যথাক্রমে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১২.দরপত্রে উল্লিখিত দরের ১০% হারে আয়কর এবং ১৫% হারে মূল্য সংযোজনকর (ভ্যাট) এবং ১ম বছরের গৃহীত মূল্যের সাকূল্য টাকা ডাক গ্রহণের ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্র তারিখে মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং ৩য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ২য় বছরের ১৫ চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় ইতোপূর্বে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে এবং জলমহাল পুনঃ ইজারা/বন্দোবস্তের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৩. বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩৩ হতে ১৪৩৫ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।

১৪.ইজারামূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে অনুমোদিত আবেদনকারী সমিতি/সংগঠন স্ব-উদ্যোগে ইজারা চুক্তি সম্পাদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস হতে নিজ উদ্যোগে জলমহালের দখল গ্রহণ করবেন। অন্যথায় যথাসময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণ করা যাবে না, কিংবা কোন কর্তৃপক্ষ বা কোন আদালতে মামলা মোকদ্দমা করতে পারবে না। লীজচুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল প্রদান করা যাবে না।

১৫.যেসকল জলমহালের উপর বিজ্ঞ আদালত/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল জলমহালের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না। তবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অথবা বিজ্ঞ আদালত সংশ্লিষ্ট জলমহালের মামলা মোকদ্দমা স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহার সাপেক্ষ/প্রত্যাহার হলে জলমাহাল ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে কোন সমিতি ইচ্ছা করলে আবেদনপত্র ক্রয় করে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবে এবং স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহরের সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৬.বছরের যে কোন সময়ে ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

১৭.মামলাজনিত কারণে/উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না অথবা জলমহাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, মাছের মড়ক ইত্যাদি কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে জলমহাল

ইজারার মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে না।

১৮.জলমহাল সংক্রান্ত বিধিসমূহ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮.আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থতার অজুহাতে ইজারামূল্য সমন্বয় কিংবা ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০.প্রাকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরনের কোন কার্যক্রম গ্রহণ কর যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২১.বদ্ধ জলমহালসমূহ তিন বছর মেয়াদে বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

২২.লীজগ্রহীতা জলমহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেও সংশ্লিষ্ট জলমহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৩.নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৪.জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/ প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

২৫.অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ/ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৬.১ম বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য আবেদনকারী নির্ধারিত ফরমে ৩০০/- টাকার মূল্যমানের নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় তাকে তিন কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে।

২৭.ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল আইন ও সরকারি আদাশে, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল সরকারি আদেশ যেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি, সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

২৮.জলমহাল ইজারা গ্রহণ করার পর কোন সংগঠন/সমিতির জলমহাল ভরাট, আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা অন্য কোন অজুহাত উপস্থাপন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে আবেদন দাখিলের পূর্বে সমিতি/সংগঠন সরেজমিন জলমহালের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ইজারা কার্যক্রম অংশগ্রহণ করতে হবে।

২৯.কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

Shamima 24/12/25

শামীমা আফরোজ মারলিজ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।

স্মারক নং: ০৫.৪১.৪৮৪৫.০০০.০০.০০০.২১-১০৭৬/১(১৫০)

তারিখ: ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো: জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
০২। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ।
০৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), কিশোরগঞ্জ।
০৪। জেলা তথ্য অফিসার, কিশোরগঞ্জ।
০৫। সহকারী কমিশনার (ভূমি), কটিয়াদী। (বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)
০৬। প্রশাসক, কটিয়াদী পৌরসভা। (বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)
০৭। উপজেলা---সমবায়--------অফিসার, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ। (বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)
০৮। চেয়ারম্যান, ------------------------(সকল) ইউনিয়ন পরিষদ, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ। (বহুল প্রচারের অনুরোধসহ)
০৯। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, --------------------------ইউনিয়ন ভূমি অফিস, কটিয়াদী। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি মাইকিংসহ বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০। সম্পাদক, ------------------------------ পত্রিকা। তাকে সল্প পরিসরে বিজ্ঞপ্তিটি ০১(এক)দিনের জন্য প্রকাশ করার অনুরোধ করা হলো।
১১। জনাব---
১২। অফিস কপি।

Shamima 24/12/25
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ।